পূর্ণিমা বিচার চায়
কে করবে কবে করবে

ফরিদ আহমেদ

পূর্ণিমা শূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন। পাশে বসা তার মা বাসনা রানী শীল ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'এখন টাকা দিয়ে আমি কি করবো? আমার মেয়ের ইজ্জত তো ফিরে পাবো না। এখন ওরে বিয়ে করবে কিডা?' মার কথা শেষ না হতেই পূর্ণিমা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে কেঁদে উঠলেন। হামলে পড়লেন ফটো সাংবাদিকরা। উঠতে থাকলো পূর্ণিমার বিভিন্ন কোণ থেকে কান্নার ছবি। নির্বাচনের সাত দিন পরের কথা। সিরাজগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় এভাবেই বলছিলেন অনিল কুমার শীল। ৮ অক্টোবর ২৫-৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাতের অন্ধকারে হামলা চালায় সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার পূর্ব দেলুয়া গ্রামে অনিলের বাড়িতে। তারা পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে তাকে। পায়ে এখনো জখমের চিহ্ন। ব্যথা সারেনি। ছোট মেয়ে পূর্ণিমা রানী শীলকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করতে গেলে বাধা দিতে গিয়ে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন অনিলের স্ত্রী বাসনা রানী শীল। পিতার বাড়িতে আশ্রয় নেয়া মেজ মেয়ে গীতা রানীকেও ছাড়েনি তান্ডবকারীরা। তাকেও বেদম প্রহার সহ্য করতে হয়েছে। ওই রাতেই সন্ত্রাসীরা তুলে নিয়ে যায় পূর্ণিমাকে। যাবার আগে বসত বাড়িটিতে চালায় ভাঙচুর, লুটপাট।

১০ম শ্রেণীর ছাত্রী পনেরো বছর বয়েসী পূর্ণিমা। জীবনের অনেক রঙ এখনো তার অচেনা। পরিবারের সবাই যখন সন্ত্রাসীদের প্রচন্ড প্রহারে জ্ঞানহীন, ওরা নিয়ে যায় পূর্ণিমাকে। চলে পালাক্রমে ধর্ষণ। দু'ঘন্টা পর ঐ সন্ত্রাসীদের আত্মীয়-স্বজনরাই নগ্ন পূর্ণিমাকে বাড়ি নিয়ে আসে। এই ঘটনার কথা কারো কাছে যেন বলতে না পারে সে জন্য পরদিন ৯ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত ওই পরিবারটিকে তাদের বাড়িতেই অবরুদ্ধ করে রাখে হামলাকারীরা

১০ম শ্রেণীর ছাত্রী পনেরো বছর বয়েসী পূর্ণিমা। জীবনের অনেক রঙ এখনো তার অচেনা। পরিবারের সবাই যখন সন্ত্রাসীদের প্রচন্ড প্রহারে জ্ঞানহীন, ওরা নিয়ে যায় পূর্ণিমাকে। চলে পালাক্রমে ধর্ষণ। দু'ঘন্টা পর ঐ সন্ত্রাসীদের আত্মীয়-স্বজনরাই নগ্ন পূর্ণিমাকে বাড়ি নিয়ে আসে। এই ঘটনার কথা কারো কাছে যেন বলতে না পারে সে জন্য পরদিন ৯ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত ওই পরিবারটিকে তাদের বাড়িতেই অবরুদ্ধ করে রাখে হামলাকারীরা। সন্ত্রাসী এবং তাদের অভিভাবকরা অনিল কুমারের ওপর নানাবিধ চাপ দিতে থাকে ঘটনাটি মিটিয়ে ফেলার জন্য। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মামলা গ্রহণ করতে রাজিও হয় স্থানীয় উল্লাপাড়া থানার পুলিশ। কিন্তু ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করেনি থানা।

পরবর্তীতে একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক বিশিষ্ট সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী উদ্যোগী হয়ে পূর্ণিমাকে সিরাজগঞ্জে এনে সিভিল সার্জন অফিসে মেডিকেল চেকআপ করান। ডাক্তারি পরীক্ষায়ও ধর্ষণের যাবতীয় আলামত পাওয়া গেছে। আমিনুল ইসলামের সহযোগিতায় ১৪ অক্টোবর পূর্ণিমা বাদী হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং অভিযুক্ত ১৫ জনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পুলিশ আব্দুর রউফ নামে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

আর মামলা করার পরে পরিবারটির ওপর নেমে আসে আরো দুর্যোগ। হামলাকারী সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে সর্বস্ব হারিয়ে অনিল পরিবার এক বস্ত্রে গ্রাম ছেড়ে আসে। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান নেই। পরনে এক কাপড়। সন্ত্রাসীদের আক্রমণে প্রায় পঙ্গু অনিল কুমার তার পরিবার নিয়ে আশ্রয় নেন উল্লাপাড়া সদরে এক আত্মীয়ের বাসায়। এখানেও দুর্ভাগ্য তার পিছু ছাড়েনি। নিরাপদ থাকেননি তিনি এখানেও। থানা থেকে পুলিশ আসে, স্থানীয় বিএনপি এমপি এম আকবর আলী লোক পাঠান যেন মামলাটি মিটমাট করে ফেলা হয়। হুমকি দেয়া হয় তাকে, মামলা প্রত্যাহার করা না হলে পরিণতি খুব খারাপ হবে। সন্ত্রাসীরা দফায় দফায় লোক পাঠায় যেন এ নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি না করে।

পূর্ণিমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দানকালে বলেছেন, নির্যাতনকারীদের কয়েকজনকে সে চিনতে পেরেছেন এবং ওরা সবাই বিএনপি কর্মী।

সিরাজগঞ্জ থেকে পুরো ঘটনা জানতে পেরে গত শুক্রবার একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির একটি কেন্দ্রীয় টিম সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা সফর করে এবং অনিলের পরিবারকে ঢাকায় নিয়ে আসে। ২০ অক্টোবর ঢাকার একটি হোটেলে তারা আয়োজন করেন এক সংবাদ সম্মেলনের।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বেশ কয়েকটি প্রগতিশীল পত্রিকা ধর্ষিতার নাম ও ছবি না ছাপালেও এই সংবাদ সম্মেলনে কান্নায় ভেঙে পড়া পূর্ণিমা ও তার মা বাসনা রানীর ছবি ছাপা হয়। লেখা হয় তাদের ওপর নেমে আসা হৃদয়বিদারক অত্যাচারের কাহিনী। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত অনেক সাংবাদিকও সেদিন আটকে রাখতে পারেনি তাদের চোখের পানি। পরদিন অর্থাৎ ২১ অক্টোবর বিভিন্ন পত্রিকায় ঐ করুণ কাহিনীর জবাবে পুলিশ সদর দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়– 'জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে প্রতিবেশী মান্নান ও লিটনসহ ১০-১৫ জন অনীল কুমার শীলের পরিবারের লোকজনকে মারধর করে। এ সময় তারা অনীল কুমার শীলের কন্যা পূর্ণিমা রানীকে টানা-হেঁচড়া করে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত ১ জনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আবুল হোসেন মোড়লকে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

সংবাদ সম্মেলন শেষে ঐদিনই অনীলের পরিবার চলে যায় সিরাজগঞ্জে। তবে তারা জাগিয়ে দিয়ে গেছে কিছু প্রশ্ন। নির্বাচনের পর সারা দেশের বিভিন্ন স্থানেই হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হচ্ছে। তাদের অনেকেই বাস্তুভিটা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্থানে। তাদের কেউ কেউ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে গেছেন ভারতে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি বোঝানো হচ্ছে ভিন্ন আঙ্গিক থেকে। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার কিছু ঘটনা অসত্য, কিছু অর্ধসত্য আর কিছু অতিরঞ্জিত। কোনো কোনো মহলের সন্দেহ ইস্যুটিকে 'রাজনৈতিক হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করছে কিছু গ্রুপ। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়টি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের আর দশটি রাজনৈতিক ইস্যুর মতো এই বিষয়টিও নিঃসন্দেহে অমীমাংসিত থেকে যাবে। কেননা,

পূর্ণিমার পরিবারকে ২০,০০০ টাকার বিনিময়ে মিটমাট করে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিএনপি এমপি এম আকবর আলী। পূর্ণিমার মা বাসনা রানী সাংবাদিকদের একথা বলেছিলেন ঐ সংবাদ সম্মেলনে। 'টাকা দিয়ে আমি কি করবো? টাকা দিয়ে তো আর আমার মেয়ের ইজ্জত ফিরে আসবে না। আমি এখন মুখ দেখাবো কেমন করে? আমার পূর্ণিমারে বিয়ে করবে কে?'– এভাবে বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন বাসনা রানী

ইস্যুটি অমীমাংসিত থাকলেই কেবল আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং সুশীল সমাজ এটিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

পূর্ণিমার পরিবারকে ২০,০০০ টাকার বিনিময়ে মিটমাট করে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিএনপি এমপি এম আকবর আলী। পূর্ণিমার মা বাসনা রানী সাংবাদিকদের একথা বলেছিলেন ঐ সংবাদ সম্মেলনে। 'টাকা দিয়ে আমি কি করবো? টাকা দিয়ে তো আর আমার মেয়ের ইজ্জত ফিরে আসবে না। আমি এখন মুখ দেখাবো কেমন করে? আমার পূর্ণিমারে বিয়ে করবে কে?'– এভাবে বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন বাসনা রানী। নির্মূল কমিটি, ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন প্রত্যেকে পূর্ণিমার পরিবারকে ১০,০০০ করে টাকা দিয়েছে এবং পূর্ণিমার পড়াশোনার খরচ চালানোর আশ্বাস দিয়েছে। ভবিষ্যতে ওর বিয়ের বিষয়টিও নির্মূল কমিটি দেখবে বলে কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে– তা যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকারান্তরে অস্বীকার করছেন, কিন্তু নির্যাতন হচ্ছে তা প্রমাণ করাই কি অনীলের পরিবারকে ঢাকায় আনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল? সিরাজগঞ্জে ফিরে যাবার পর ঐ পরিবারটির সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কে দেবে? পত্রিকাগুলো পূর্ণিমার নাম লিখলো, ছবি ছাপালো, এতে করে সামাজিকভাবে পূর্ণিমার কি লাভ হলো? পাশে দাঁড়াতে গিয়ে কি পরিবারটিকে আমরা আরো দূরে সরিয়ে দিলাম?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শাহরিয়ার কবির এবং নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন, 'ধর্ষিতার নাম কখন লেখা যাবে আর কখন লেখা যাবে না এ বিষয়টি জানা দরকার। ঐ পরিবারটি আমাদের সঙ্গে ঢাকায় আসতে রাজি হয়েছে সাহসের সঙ্গে। '৭১-এর রেপ ভিকটিমদের নিয়েও আমরা কাজ করেছি। ওদের যারা যারা রাজি হয়নি, আমরা তাদের নাম প্রকাশ করিনি। আবার ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর মতো নির্যাতিতদেরও আমরা পেয়েছি যারা সাহসিকতার সঙ্গে নিজেদের সামনে নিয়ে আসছে। পূর্ণিমাকে আমরা বুঝিয়েছি। ও লড়াই করতে চায়, বিচার চায়, যাতে আর কারো ক্ষেত্রে এমন ঘটনা না ঘটে। তারা এখানে এসে বিচারের সাপোর্ট চাচ্ছে। আমরা তাদের ঢাকায় থেকে যাওয়ারও প্রস্তাব করেছি। তারা রাজি হয়নি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং তাদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য। ঢাকায় ওরা এসেছে বলেই পত্রিকায় বড় করে লেখা হয়েছে, থানার ওসিকে শোকজ করা হয়েছে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে সব অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে।'

তারা বললেন, 'ধর্ষিত হবার পর যে সামাজিক সমস্যার কথা বলছেন, আমরা তাদের ঢাকায় না আনলে সমস্যাগুলো কি হতো না? '৭১-এর পর প্রিয়ভাষিনীরা এমন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। আজ ৩০ বছর পর তার অবস্থান কোথায়? আমরা পূর্ণিমাকে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীর মতোই মনে করি। একদিন সেও দাঁড়াবে।'